যুগান্তর

তারিখ 18 MAY 2008

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের গাফিলতি

ইংরেজি প্রশ্নপত্র নিয়ে ডিগ্রি পরীক্ষার্থীরা বিপাকে

বাজিতপুর (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

২০০৭ সালের ডিগ্রি পাস ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ইংরেজি আবশ্যিক বিষয়ের প্রশ্নপত্রে অহেতুক একটি শিক্ষাবর্ষে সিলেবাস উল্লেখ করে পরীক্ষার্থীদের বিপাকে ফেলে দেয়। এ নিয়ে কেন্দ্রে কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের মাঝে বিভ্রান্তি দেখা দিলে কর্তব্যরত ইনভিজিলেটররা আপাতত তা নিরসন করেন। জানা যায়, ২০০৭ সালের এ পরীক্ষায় ২০০৩-০৪, ২০০৪-০৫ ও ২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষের নিয়মিত শিক্ষার্থীরা এবং ১৯৯৭-৯৮ সালের সিলেবাস অনুযায়ী অনিয়মিত শিক্ষার্থীরা অংশ নিচ্ছে। ২০০৪-০৫ সেশনের শিক্ষার্থীরা প্রতিটি ঐচ্ছিক বিষয়ের কোন দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রের (৩০০ × ২) মোট ৬০০ নম্বরের পরীক্ষা দিয়ে ১৫ মে দ্বিতীয়বর্ষের কোর্স শেষ করেছে। ২০০৩-০৪ সেশনের পরীক্ষার্থীদের ইংরেজি আবশ্যিক বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। এ প্রশ্নপত্র হাতে পেয়ে পরীক্ষার্থীরা দেখতে পায়, এতে ১৯৯৭-৯৮ ও ২০০৩-০৪ সালের পাশাপাশি ২০০৪-০৫ সালের সিলেবাসও উল্লেখ করেছে। প্রকৃতপক্ষে ২০০৪-০৫ সালের সিলেবাস অনুযায়ী ইংরেজি পরীক্ষা হবে আগামী বছর। প্রশ্নপত্রে ২০০৪-০৫ সালের উল্লেখ দেখে কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর, কুলিয়ারচরসহ বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের হৈ-চৈ পড়ে যায়। এ নিয়ে শিক্ষকদের মাঝেও বিভ্রান্তি রয়েছে বলে জানা যায়। অবশ্য অভিজ্ঞ শিক্ষকরাই শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করেন এবং যথারীতি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ৩০ এপ্রিল অনুষ্ঠিত ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিষয়ের তৃতীয়পত্রের পরীক্ষায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন করে পরীক্ষার্থীদের বিপকে ফেলেছিল। ওই পত্রের সিলেবাস (বাংলা, ইতিহাস, ১৭৫৭ খ্রি. পর্যন্ত) ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত হলেও প্রশ্নপত্রে ফরায়েজি আন্দোলনের ইতিহাস জানতে চেয়ে একটি ২০ নম্বরের প্রশ্ন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ফরায়েজি আন্দোলনের প্রবক্তা হাজী শরীয়তুল্লাহর জন্ম হয় ১৭৮১ সালে।